

গুরুজী ও মা-জীর সাথে ঈদ মোলাকাতে শরিক হোন

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দেশের ও দেশের বাইরের সকল গ্রাজুয়েট প্রো-মাস্টার এসোসিয়েট ও শুভাকাঙ্ক্ষীকে ঈদের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন গুরুজী এবং মা-জী।

প্রতিবারের মতো এবারো থাকছে ঈদ মোলাকাতে বিশেষ আয়োজন। কাকরাইলস্থ আইডিবি মিলনায়তনে ঈদের দিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলবে এ আয়োজন। এতে কোয়ান্টাম পরিবারের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন গুরুজী ও মা-জী।

মাটির ব্যাংক করসেবা ১০ ও ১১ জুলাই

রমজানের মাটির ব্যাংক করসেবা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১০ ও ১১ জুলাই। এ করসেবার লক্ষ্যে দেশজুড়ে ফাউন্ডেশনের সেন্টার শাখা সেল প্রিন্সিপালগণ রমজানের শুরু থেকেই গ্রহণ করেছে নানা প্রস্তুতি। ফাউন্ডেশনের কোয়ান্টিয়ার ও আর্ডেন্টাররা এতে অংশ নেবে মাটির ব্যাংক সংগ্রহ ও বিতরণে। আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী সহকর্মী ও পরিচিতদের মাঝে ইতঃপূর্বে বিতরণকৃত প্রতিটি মাটির ব্যাংক সংগ্রহ এবং নতুন মাটির ব্যাংক পৌঁছে দেয়াই রমজানের এ করসেবার লক্ষ্য।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে মাটির ব্যাংক থেকে সারা বছরে মোট সংগ্রহ ছিল ১৯ কোটি ১১ লক্ষাধিক টাকা।

অক্টোবরে ২০ তম রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রাম

আগ্রহীরা আবেদন করুন

অক্টোবরে দুটি ব্যাচে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২০ তম কোয়ান্টাম মেথড রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রাম। ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিবি মিলনায়তনে ১ম ও ২য় ব্যাচ অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে ৯-১২ অক্টোবর ও ১৬-১৯ অক্টোবর।

ফাউন্ডেশনের সব সেন্টার শাখা সেল-এ রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রামের প্রাথমিক আবেদনপত্র জমা নেয়া হচ্ছে। আগ্রহী গ্রাজুয়েটার কোর্স রিজুভিনেশন, লামা কোয়ান্টায়ন, প্রথমায়ন, কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি কার্যক্রম এবং কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রম সম্পন্ন করা সাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন ধ্যানের স্তরে নিজেকে এগিয়ে নেয়ার এই অনন্য প্রোগ্রামে।



গ্রাজুয়েট আখেরি দোয়ায় গুরুজী

কোরআন মানুষকে ধ্যান জ্ঞান ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করে

কোনোকিছু সত্যিকারভাবে বুঝতে চাইলে বা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হলে চাই গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া। তাই কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে, যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন মৌন থাকো এবং মনোযোগ দিয়ে শোনো। এছাড়াও কোরআনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে জ্ঞানী করা এবং এর পাশাপাশি তাকে কর্মে উৎসাহিত করা। তাই আমরা বলতে পারি, মানুষকে ধ্যান জ্ঞান ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করে কোরআন।

গত ২৬ ও ২৭ জুন ঢাকার আইডিবি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত গ্রাজুয়েট আখেরি দোয়ার বিশেষ আলোচনায় একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

তিনি বলেন, কোরআনে কী বলা হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা তার অর্থ বুঝি না বলেই কোরআনের প্রভাব আমাদের ওপর পড়ে না। কিন্তু জীবনে সবচেয়ে বড় ফরজ অর্থাৎ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কোরআন জানা। আর কোরআন জানার জন্যে চাই মুক্তমন। এই মুক্তমন নিয়ে যিনি কোরআন বুঝতে চান, আল্লাহ তার জন্যে কোরআন উপলব্ধি করা সহজ করে দেন। কারণ, মুক্ত বিশ্বাস মানুষকে মুক্তি দেয়, অন্যদিকে গোঁড়ামি মানুষকে শৃঙ্খলিত করে।

কোরআন নাজিলের সেই প্রথম যুগে সাহাবীদের অধিকাংশই ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু প্রচলিত সংস্কারের বৃত্ত ভেঙে কোরআনের শিক্ষা বুঝতে চেয়েছেন বলেই তারা কোরআন বুঝেছেন। তারা কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, জ্ঞানী হয়েছেন

কোরআনের জ্ঞানে। কারণ, আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, কোরআন এসেছে মানুষকে জ্ঞানী করার জন্যে। তাই কোরআনে কী বলা হয়েছে সেটা জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

গুরুজী আরো বলেন, শুরু থেকেই কোরআন মানুষকে ধ্যান জ্ঞান ও কর্মে উৎসাহিত করেছে, যা তার জীবন বদলে দিয়েছে। দিয়েছে এক সুখী সফল প্রাচুর্যময় জীবনের সন্ধান। আর ইতিহাসে এর বাস্তব প্রমাণ আমরা দেখতে পাই নবীজী (স) ও তাঁর অনুসারীদের জীবনে। যখন তারা কোরআনের এই শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে ধারণ করলেন, তারা পৃথিবী জয় করলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরই উত্তরপ্রজন্মের

অধঃপতন হলো যখন তারা এই ধ্যান জ্ঞান ও কর্ম থেকে নিজেদের ফিরিয়ে নিল। অথচ আমরা নবীজী (স)-এর পুরো জীবনজুড়ে দেখি এই তিনের সমন্বয়।

তাই, কোরআনের জ্ঞান অর্জন করুন। যে ব্যক্তি কোরআনের জ্ঞান অর্জন করেন আল্লাহ তাকে দুঃখ থেকে বাঁচান। কারণ, সবচেয়ে বড় জ্ঞান হলো সুন্দর জীবনযাপনের জ্ঞান। আর কোরআনে তা-ই রয়েছে। সে কারণেই কোরআনের জ্ঞান সবসময় প্রাসঙ্গিক এবং সার্বজনীন। সব ধর্মের সব বর্ণের সর্বস্তরের মানুষের জন্যে কোরআনের জ্ঞান উন্মুক্ত। জীবনে যত ধরনের সমস্যা রয়েছে তার সমাধান রয়েছে কোরআনে। আর মায়ের ভাষায় পাঠ করলেই আমরা তা ভালোভাবে বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারব। আমাদের জীবনও আলোকিত এবং সমৃদ্ধ হবে ধ্যান জ্ঞান ও কর্মে।



এবারের রমজানে ফাউন্ডেশন প্রকাশ করেছে আল কোরআন বাংলা মর্মবাণীর পেপারব্যাক সংস্করণ

মহাজাগতিক সফরে কাজী মাহ্‌তাব



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, কোয়ান্টাম বুলেটিন সম্পাদক, কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের পরিচালক (মোটিভেশন) এবং কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক কাজী মাহ্‌তাব উদ্দিন আহমদ (৬৯) আর নেই। গত ২৫ জুন রাত ১২টা ৫০ মিনিটে ঢাকার একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

ব্যক্তিগত জীবনে সদালাপী, সদাচারী ও সদা-হাস্যোজ্জ্বল কাজী মাহ্‌তাব ফাউন্ডেশনের শুরু থেকেই সর্বতোভাবে এর সব ধরনের সেবামূলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিলেন। পেশাজীবনে তিনি ছিলেন দেশের অন্যতম সফল শিল্পপতি-মৌসুমী গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চেয়ারম্যান।

এছাড়াও একাধিক সামাজিক ও ক্রীড়া সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি। ছিলেন বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ কসমেটিক ম্যানুফেকচারিং এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এবং পাকিস্টান প্রিয়জন ম্যাগাজিন-এর উপদেষ্টা।

২৫ জুন বাদ জোহর বায়তুল মোকাররম জাতীয় জামে মসজিদে মরহুমের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের সর্বস্তরের সদস্য ও অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী জানাজায় অংশগ্রহণ করে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

তিনি স্ত্রী, এক কন্যা, দুই পুত্রসহ অগণিত শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, মরহুমের স্ত্রী অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ফাউন্ডেশনের মতিঝিল শাখার মোমেন্টারি।

আমরা কাজী মাহ্‌তাব উদ্দিন আহমদের সামগ্রিক অবদান গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি এবং তার আত্মার অনন্ত প্রশান্তি কামনা করি।

ডা. সামন্ত লাল সেন। অগ্নিদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে তার ভূমিকা অগ্রগণ্য। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিশেষায়িত বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট মূলত তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও দীর্ঘ পরিশ্রমের ফসল। বর্তমানে তিনি এর কো-অর্ডিনেটর এবং দেশের ১৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট সম্প্রসারণ কার্যক্রমের জাতীয় প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। ডা. সেন গত ২৭ মে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত ১১৪ তম রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন। পরবর্তীতে কোয়ান্টাম বুলেটিনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন তার জীবন ও কাজ সম্পর্কে।

সং নিয়ত আর ধৈর্য থাকলে সবকিছুই সম্ভব

ডা. সামন্ত লাল সেন

কিছুদিন আগের কথা। সিএনজি ট্যাক্সি চড়ে বাসায় ফিরছিলাম। গন্তব্যে পৌঁছে ড্রাইভারকে ভাড়া দিলাম, কিন্তু তিনি ভাড়া নেবেন না। বললাম, কেন? তার বক্তব্য হলো, ‘স্যার, আপনি মানুষের উপকার করেন আমরা জানি। পেট্রোল বোমায় আমাদের অনেক ড্রাইভার পুড়ে গিয়েছিল। আপনি ওদের চিকিৎসা করেছেন।’

একজন চিকিৎসক হিসেবে সাধারণ মানুষের এই ভালবাসাটা আমাকে তৃপ্তি দেয়। আরো কাজ করার শক্তি যোগায়।

চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছেটা ছিল আমার ছোটবেলা থেকেই। শৈশবে ডাক্তারি ডাক্তারি খেলতাম, কলাগাছে ইঞ্জেকশন দিতাম। বাবাও চাইতেন আমি চিকিৎসক হই।

বাবা ছিলেন সরকারি চাকুরে। দেশের নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম তার সাথে। সিলেটে আমার জন্ম হলেও, কুষ্টিয়া ও দিনাজপুরে স্কুল-কলেজের পড়াশোনা শেষ করে ১৯৬৭ সালে ভর্তি হই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে।

১৯৭২ সালে ডাক্তারি পাশ করি। ইন্টার্নশিপ শেষ করে আমার পোস্টিং হলো হবিগঞ্জের বানিয়াচং থানা হেলথ কমপ্লেক্সে। একবছর ছিলাম ওখানে। সে-সময় আজকের মতো এত রাস্তাঘাট ছিল না। প্রায়ই বৃষ্টিতে ভিজে নৌকায় আর সাইকেলে চড়ে কর্মস্থলে যেতাম।

কর্মজীবনের শুরুতে আসলে ডাক্তারদের গ্রামে যাওয়া উচিত, তাহলে বোঝা যায় ওখানকার মানুষের জীবনযাত্রার ধরন এবং ওদের সমস্যাটা কোথায়। এ অভিজ্ঞতাটা পরবর্তীতে অনেক কাজে লাগে।

যা-হোক, ১৯৭৫-এ বদলি হয়ে আসি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে। ওখানে তখন একজন মার্কিন অর্থোপেডিক সার্জন ছিলেন-ডা. আর জে গাস্ট। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্যে বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন। তার অদম্য কর্মস্পৃহা দেখে সেই তরুণ বয়সে আমি ভীষণ অনুপ্রাণিত হই। পঙ্গু হাসপাতাল তৈরির সময় তাকে দেখতাম নিজেই বালির বস্তা টানছেন, কিছু একটা লিখতে হলে নিজে টাইপ করছেন।

ডা. গাস্ট একসময় ভারত থেকে একজন প্লাস্টিক সার্জনকে নিয়ে আসেন পঙ্গু হাসপাতালে। আমাকে বললেন, ‘তুমি ওর সাথে কাজ করো’। আমি তখন নবীন চিকিৎসক। উৎসাহ নিয়ে কাজে লেগে গেলাম। মনে হলো, প্লাস্টিক সার্জারি বিষয়টা তো দারুণ! আমি বড় একজন প্লাস্টিক সার্জন হবো। মানুষের চেহারা সুন্দর করব। অনেক টাকাপয়সা রোজগার করব। এমন একটা স্বপ্ন নিয়ে প্লাস্টিক সার্জারিতে ক্যারিয়ার শুরু করলাম।

বছর কয়েক পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পোস্টিং হলো। সম্ভবত ১৯৮১ সালের কথা সেটা। প্লাস্টিক সার্জনদের কাজের একটা অংশ হচ্ছে অগ্নিদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসা করা। সেইসূত্রে খুব কাছ থেকে দেখলাম ওদের দুঃসহ কষ্ট আর যন্ত্রণা।

দেখেছি, কী নিদারুণ অবহেলার শিকার অগ্নিদগ্ধ রোগীরা। কয়েকটি মাত্র বিছানা ওদের জন্যে, অধিকাংশই পড়ে আছে মেঝেতে। কেউ টয়লেটের পাশে, কেউ-বা বারান্দায়। তেমন কোনো চিকিৎসাও হতো না ওদের। বেশিরভাগ রোগীই দরিদ্র আর অসহায়।

এই অগ্নিদগ্ধ রোগীদের সংস্পর্শে এসেই আমার মনটা পাল্টে গেল। মানুষের চেহারা সুন্দর করা আর অনেক টাকাপয়সা রোজগার করার স্বপ্নটা পুরোপুরি বিদায় নিল মাথা থেকে। তখন আমার একটাই চিন্তা-এদের জন্যে কিছু করতে হবে, কীভাবে তা করতে পারি।

সার্জারি বিভাগে তখন ছিলেন প্রফেসর ডা. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও প্রফেসর ডা. কবীর উদ্দিন আহমেদ। এ দুজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে সাথে নিয়ে কাজ শুরু করলাম। ১৯৮৬ সালে সরকারের কাছে বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করার প্রস্তাব দেই আমরা।

২০০৩ সালে যাত্রা শুরু করে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট আজকের বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট। অবশ্য এর পেছনে রয়েছে আমাদের দীর্ঘ দেড় যুগের অক্লান্ত সংগ্রাম। অনেক ঘুরতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে অনেক গঞ্জনা তাচ্ছিল্য বাধাবিপত্তি। কেউ বিরক্ত হয়ে ফাইল ছুড়ে ফেলে দিয়েছে; কেউ বলেছে, ‘উনি ঘুরছেন ধান্দা নিয়ে, টাকাপয়সা মেরে দিয়ে ইন্ডিয়া চলে যাবেন’। আরো কত কী!

কিন্তু এসব আমাকে কখনো বিচলিত করে নি। আজ এখান থেকে শত শত রোগী যে চিকিৎসা পাচ্ছেন এবং সুস্থ হয়ে বাড়ি

ফিরছেন, এটাই আমার সবচেয়ে বড় শান্তি।

আমি একা কতগুলো অপারেশন করতে পারতাম? আর আমি তো চিরকাল থাকবও না, তাই সবসময় মনে হতো যদি একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারতাম, বহু রোগী চিকিৎসা পেত। আজ এখানে এত জন ডাক্তার কাজ করছেন, অগ্নিদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসায় একটা ভরসাস্থলে পরিণত হয়েছে এই বার্ন ইউনিট, এটি যে দেখে যেতে পারছি তা-ই আমাকে তৃপ্তি দেয়।

আসলে নিয়ত যদি ভালো থাকে এবং সেইসাথে ধৈর্য থাকে তাহলে স্রষ্টাই সাহায্য করেন। তখন সবই সম্ভব। সেই বিশ্বাস থেকেই বলতাম-একদিন এটা করেই ছাড়ব।

আমরা শূন্য থেকে শুরু করেছিলাম। শুরুর দিনগুলো সহজ ছিল না। ছুটির দিন বা অবসর বলে কিছু ছিল না আমাদের। মোটামুটি রাতদিন পুরোটা সময় এখানে কাটাতে হয়েছে কখনো কখনো। আসলে অনেক ত্যাগ-তীতিষ্কার পথ ধরেই একেকটা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমও এমনই একটি প্রতিষ্ঠান। শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করে মানুষকে যে সেবাটা তারা দিচ্ছেন, তা এককথায় অভূতপূর্ব এবং প্রশংসনীয়। আমাদের বার্ন ইউনিটে দিনে ৪০-৫০ ইউনিট রক্ত লাগে, আর এ রোগীদের অধিকাংশই গরীব, অসহায়। বিশুদ্ধ রক্তের জন্যে আমরা তাদের কোয়ান্টামে পাঠাই। ওখান থেকে তারা রক্ত নিয়ে আসেন। অনেক সং মানুষের সম্ভাব্য প্রচেষ্টার ফলেই এ সেবাদান সম্ভব হয়েছে।

আমাদের দেশের মানুষ আসলেই খুব ভালো। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেখেছি গ্রামেগঞ্জে মানুষ কীভাবে মানুষকে সাহায্য করেছে। এখানে যে-কোনো জাতীয় দুর্যোগে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ বাঁপিয়ে পড়ে। কাউকে ডাকতেও হয় না। আমাদের দেশটাও খুব ভালো। অনেক সম্ভাবনার একটা দেশ। অনেক ভালো কাজ হচ্ছে এখানে। সবার সম্মিলিত চেষ্টায় এ দেশ আরো অনেকদূর এগিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আসসালামু আলাইকুম। আমি এ বছর এপ্রিলে কোর্স করেছি। তারপর থেকেই আমার জীবন নতুন গতিতে চলেছে। আমি বলব, কোয়ান্টাম মেথড হলো নিজেকে খুঁজে পাওয়ার কোর্স।

পেশাগত কারণে আমাকে খুব ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এখন কাজ করার সময় আমি আনন্দ নিয়ে কাজ করি। হাসপাতালে সব কাজ সেয়ে আমি আমার ছেলেকে নিয়ে শুক্রবার সাদাকায়নে এবং মঙ্গলবার আলোকায়নে আসি। এই পরিবেশে এত ভালো লাগে! সবচেয়ে বড় কথা, আমার স্যার ও সহকর্মী সকলের মুখেই একটি কথা—মেডিটেশন তোমার অনেক উপকারে এসেছে। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! আমি বেশ ভালো আছি।

একটা সময় জীবন সম্পর্কে আমার সেরকম কোনো ধারণাই ছিল না। জীবন যে কত জটিল তা সময়ের সাথে সাথে মানুষ বুঝতে পারে। সবার মতো আমার জীবনেও নানা প্রতিকূলতা ছিল। কিন্তু কোর্সে এসে আমি উপলব্ধি করেছি—জীবন আমার। আমার জীবনে পরিবর্তন আমাকেই আনতে হবে।

এ বছর সাত দিনব্যাপী কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনে আমি প্রতিদিন এসেছি। কোনো

কোনোদিন প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও কীভাবে যেন সুযোগ হয়ে গেছে। এটা আদ্বাহর অশেষ রহমত। ধ্যানের স্তরে কোরআন শোনার অনুভূতি অপূর্ব। কোরআনে নিয়মিত দান সম্পর্কিত আয়াতগুলো শুনে নতুনভাবে



উপলব্ধি করেছি মানুষের কল্যাণে কাজ করার গুরুত্ব।

গুরুজী, আমি একজন পোস্ট গ্রাজুয়েট প্লাস্টিক সার্জন। কোয়ান্টামে এসে শুকরিয়া করতে শিখেছি যে, আমার দেশের

কয়জন মানুষ এ পর্যন্ত আসার সুযোগ পায়! আমি নিজের মেধাকে মানুষের জন্যে উৎসর্গ করতে চাই। দোয়া করবেন আমি যেন সৎসঙ্গে থাকতে পারি।

ডা. আয়েশা হান্না
সহকারী রেজিস্ট্রার, বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি
ইউনিট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
৩৯৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আমার সালাম নিবেন। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে আমি বহুমুখী আর বিচিত্র পথের সন্ধান পেলাম। ধ্যান, জ্ঞান, সুখ-সমৃদ্ধি, উজ্জীবনী শক্তি—কী নেই এখানে? গুরুজী, আশানুরূপ রেজাল্ট না থাকায় পছন্দনীয় অনেক চাকরিতে আবেদন করতে পারি না বলে হতাশায় ভুগতাম। একটা সময় মনে হলো, আমার মনের শক্তি একেবারে শূন্যের কোঠায় চলে গেছে, আমাকে দিয়ে কিছু হবে না।

কোর্সে এসে সাহস ও শক্তি ফিরে পেলাম। এখন মনে হয়—জীবনে চলার পথে একটি দরজা বন্ধ হয়ে গেছে তো কী হয়েছে? আরো হাজার দরজা খোলা আছে আমার জন্যে। আমি আর বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকব না। মেডিটেশন করে আমি আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তার সন্ধান পেয়েছি। আমি এখন আপনার মতো করেই বলতে চাই—আমার যা আছে এবং যেখানে আছি, সেখান থেকেই আমি শুরু করব।

আমার জন্যে দোয়া করবেন গুরুজী।

মেরিনা বেগম
৩৯৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আসসালামু আলাইকুম।
আশা করি ভালো আছেন। আমি আইন বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেছি। স্কলারশিপ নিয়ে দেশের বাইরে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করব ভাবছিলাম। জানতে পারলাম নয়াদিল্লীর সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর করার সুযোগ আছে। সার্কভুক্ত দেশগুলোতে মানসম্মত উচ্চশিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনে স্নাতকোত্তর বিভাগে আছে মাত্র ৩০টি সিট। এর মধ্যে ১৫টি ভারতের জন্যে বরাদ্দ আর বাকি ১৫টি সার্কভুক্ত অন্য সাতটি দেশের জন্যে।

আশা ছাড়লাম না। আপনি সবসময় বলেন, এ ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে—নিজের জন্যে প্রয়োজনীয় সিটি রেখে বাকিগুলো অন্যদের জন্যে ছেড়ে দেয়া। তা-ই করলাম। শুরু থেকে সেভাবেই মনোবল দেখলাম। নির্ধারিত দিনে পরীক্ষা হলো। প্রতিযোগীরা সব বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সারির শিক্ষার্থী। কোয়ান্টা ভঙ্গি করে পরীক্ষা দিলাম। আর পরীক্ষায় কীভাবে উত্তর দেবো তা আপনার *হাজারো প্রশ্নের জবাব-২* বইটি পড়ে আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। পরীক্ষায় তা-ই করলাম।

পরীক্ষা শেষে দু-একজনের সাথে কথা হলো। তারা খুবই আত্মবিশ্বাসী। কেউ বললেন ৯০টি এমসিকিউ-এর উত্তর দিয়েছেন, কেউ একটাও ছেড়ে আসেন নি। তাদের কথা শুনে ভড়কে গিয়েছিলাম। মনে মনে ভাবলাম, এত জটিল প্রশ্ন, এত বেশি সংখ্যক উত্তর তারা দিতে পেরেছে! না জানি তারা কত জানে! মন কেমন যেন করতে লাগল।

কিন্তু পরীক্ষার হল থেকে বাসায় ফেরার পথে ভাবলাম, উত্তর দিতে তো কোনো বাধা নেই। চাইলে সবগুলোই দেয়া যায়। কিন্তু সঠিক হবে কয়টা সেটাই প্রশ্ন। আর ভুল উত্তরের জন্যে নেগেটিভ মার্কিং তো

আছেই। আর তাদের কথায় যদি আমি নিরাশ হই তাহলে তো আমি অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হলাম। একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হিসেবে যা আমার সাথে মানানসই নয়। তখন স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে করতে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে বাসায় ফিরলাম।

আগে থেকেই মাটির ব্যাংকে দান করেছি নিয়মিত। একটি ওয়ার্কশপে একজন অর্গানায়ার ভাইয়া বলেছিলেন, ঘুম থেকে উঠে আমাদের ২য় কাজটি হওয়া উচিত মাটির ব্যাংকে দান। এর চর্চা শুরু করলাম।

এদিকে ভর্তির জন্যে প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ পেল। আমি তাতে স্থান পেলাম। শুকরিয়া আদায় করলাম স্রষ্টার কাছে। মানতের নির্দিষ্ট অংক মাটির ব্যাংকে পরিশোধ করব কিন্তু হাতে টাকা নেই। চিন্তায় পড়ে গেলাম। এর মধ্যে এক মেহমান বাসায় এলেন আর জোরপূর্বক হাতে গুঁজ দিলেন ঐ নির্দিষ্ট অংকের অর্থ! শুকরিয়া আদায় করে নিয়মিত দান করতে লাগলাম।

ওদিকে চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্যে কাগজপত্র জমা দিতে বলল। সব কাগজপত্রই আছে। কিন্তু আমার পাসপোর্ট এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের কোনোটিই নেই। প্রাথমিক ফল প্রকাশের ১১ দিনের মধ্যে সকল কাগজপত্র জমা দিতে হবে। যাকেই জিজ্ঞেস করি, তিনি বলেন জাতীয় পরিচয়পত্র তো তিন মাসের আগে পাওয়া যাবেই না আর পাসপোর্টও ১৫ দিন থেকে ২০ দিন লাগবেই। তবু আশা ছাড়লাম না।

স্রষ্টার কৃপায় আমাকে আশাহত হতে হয় নি। সদাচরণ ও বিনয় এসব সরকারি কাজের প্রতিটি ধাপ সহজ করে দিল। এমনও ঘটেছে, একদিন অফিসের কর্মীরা আমার জন্যে বিকাল ৫টার পর আরও ৩০ মিনিট বেশি অফিস করলেন। অবিশ্বাস্য! আমি এক মুহূর্তের জন্যেও না-শোকর হই নি। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তৈরি হলো প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র। আমি সব জমা দিলাম নির্দিষ্ট সময়ের একদিন আগেই।

এর মধ্যেই

মোহাম্মদপুরে আপনার পরিচালনায় ধ্যানসন্ধ্যা প্রোগ্রামের তারিখ নির্দিষ্ট হলো। শাখার দায়িত্ব শীলদের নির্দেশনা অনুসারে প্রোগ্রাম সফল করার জন্যে কাজ শুরু করলাম। মাঝে একবার বিশেষ প্রয়োজনে ঢাকার বাইরে যেতে হলো। নিয়ত করলাম গুরুজীর প্রোগ্রামের এক সপ্তাহ আগেই ঢাকায় ফিরে শাখার কাজ করব।

১ মে রাতে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পরদিন ভোরে যখন মোহাম্মদপুরে বাসার সামনে পৌছলাম তখন মোবাইলটি হাতে নিয়ে দেখি, একটি নম্বর থেকে দুটি মিসড কল ও একটি মেসেজ। মেসেজে জানানো হলো, আমি নয়াদিল্লীর সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করার জন্যে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছি। শুকরিয়া আদায় করলাম স্রষ্টার কাছে।

খুশির সংবাদটি আপনাকে প্রথম জানাব বলে আর কাউকে কিছু বললাম না। বাসার সবাই ঘুম থেকে ওঠার আগেই আপনাকে চিঠি লিখে ছুটলাম শান্তিনগরের উদ্দেশ্যে।

গুরুজী, জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ থেকে আমার ক্লাস শুরু হবে। ক্লাসে ১ম এবং জীবনে ১ম হয়ে কোয়ান্টাম চেতনাকে আরো বড় পরিসরে যাতে ছড়িয়ে দিতে পারি, সেজন্যে আপনার ও সকল কোয়ান্টাম সহযাত্রীর দোয়া কামনা করছি।

আশফাকুজ্জামান চৌধুরী সাক্ষাত
২২৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



রংপুরে প্রথম কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

৩৪ জন চিকিৎসকের অংশগ্রহণে অনুরণিত ৩৯৫ তম ব্যাচ

বাংলাদেশের
চিকিৎসাব্যবস্থায়
ইতিবাচক পরিবর্তনের
সূচনা করবে এ ঘটনা

ডা. মুহাম্মাদ হাসান মাহবুব-উর-রহমান



বছর ছয়েক আগের কথা। তখন আমি রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগে কাজ করছি। আমাদের একজন স্যার একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এত রকম স্ট্রেসের মধ্যে তুমি রোগীদের সাথে এত শান্ত স্বরে কথা বলো আর এমন হাসিখুশি থাকো কী করে? স্যারকে বললাম মেডিটেশনের বিভিন্ন উপকারিতার কথা।

এভাবেই শুরু। তখন থেকেই রংপুর মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক এবং ছাত্রদের বিভিন্ন সময় এ কথাগুলো বলেছি। তারাও কেউ মেডিটেশনের ব্যাপারে জানতে চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতেন। আমি সাধ্যমতো সবাইকে বিষয়গুলো বোঝানোর চেষ্টা করতাম।

এ বছরের শুরুর দিকে ব্যাপক আকারে এ সুযোগটা পাই। রংপুর মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সমবেত অংশগ্রহণে প্রতি মঙ্গলবার যে ক্লিনিক্যাল সেশনটি অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে মেডিটেশনের ভূমিকা নিয়ে কথা বলার সুযোগ হলো। আমার প্রজেক্টেশনটি সবাই মুগ্ধ হয়ে পিনপতন নীরবতায় শুনলেন। এরপর কলেজের সিনিয়র প্রফেসর এবং অন্যান্য চিকিৎসকদের আগ্রহের প্রেক্ষিতে এ ধরনের আরো কয়েকটি প্রজেক্টেশন করি।

এরই ফলশ্রুতিতে ৩৪ জন চিকিৎসক কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করবে এ ঘটনা।

সেই ১৯৯৪ সালে কোর্সে অংশ নিয়েছিলাম। তখন বন্ধু সহপাঠিরা 'পাগল' বলত। ২১ বছর পরে মেডিটেশনের কথা এখন সর্বস্তরের মানুষ শোনে গভীর মনোযোগ ও কৌতূহল নিয়ে। সবাই আজ অনুভব করছেন, মেডিটেশন তার নিজের ভালো থাকার জন্যই দরকার।

[ডা. মুহাম্মাদ হাসান মাহবুব-উর-রহমান, সহকারী রেজিস্ট্রার, মেডিসিন বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং কোয়ান্টাম মেথড ২৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

প্রথমবারের মতো রংপুরে অনুষ্ঠিত হলো কোয়ান্টাম মেথড কোর্স। কোয়ান্টাম পরিবারের গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার, আডেণ্টারিয়ার, কোয়ান্টিয়ার, অর্গানিয়ার সকলের নিরলস পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফসল এই ৩৯৫ তম ব্যাচ। তারা রংপুরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি অফিসে আয়োজন করেন কোয়ান্টাম সভা।

২৯, ৩০, ৩১ মে ও ১ জুন শহরের আরডিআরএস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কোর্সে অংশ নেয় সর্বস্তরের মানুষ। আর এ কোর্সটি বিশেষ মাত্রা পায় ৩৪ জন চিকিৎসকের অংশগ্রহণে। রংপুর মেডিকেল কলেজে 'স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে মেডিটেশনের ভূমিকা' বিষয়ে সিরিজ সেমিনার আয়োজন করা হয় কোর্সের আগে।

রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে মেডিটেশনের কার্যকারিতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল, নয় জন বিভাগীয় প্রধানসহ আরো ২৪ জন চিকিৎসক এ কোর্সে অংশ নেন। মেডিটেশন ও সঠিক জীবনদৃষ্টির ব্যাপারে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

পরিবারের সবাই কোর্সে অংশ নিয়েছি

ডা. সৈয়দ মো. আবু তালেব

আমার কোমরে ডিস্ক প্রোল্যাপ্সের কারণে সবসময় ব্যথা অনুভব করতাম। চিকিৎসার পরও ব্যথাটা যাচ্ছিল না। কোর্সের তৃতীয় দিন থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছি। আলাচনাগুলো ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক-উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত চমৎকার। পরিবারের সবাইকে নিয়ে আমি কোর্সে অংশ নিয়েছি।

[ডা. সৈয়দ মো. আবু তালেব, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সার্জারি বিভাগ : ভাইস প্রিন্সিপাল, রংপুর মেডিকেল কলেজ]

প্রো-একটিভ হতে শিখলাম

ডা. শীলা রাণী

যদি আমরা সমস্যাকে প্রো-একটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাধানের চেষ্টা করি, তাহলেই জীবনটা সুন্দর হয়-কোর্সে এসে এটাই উপলব্ধি করলাম।

এখন মাথা ঠান্ডা রেখে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছি, যা আমার জন্যে অনেক বড় প্রাপ্তি।

পারিবারিক ও পারস্পরিক সম্পর্কগুলোকে আরো সুন্দর করার সহজ সূত্রগুলো শিখলাম এখানে এসে।

[ডা. শীলা রাণী, জেনারেল প্র্যাকটিশনার]



রংপুরে অনুষ্ঠিত ৩৯৫ ব্যাচে অংশ নেয়া চিকিৎসকদের একাংশ, সামনের সারিতে রংপুর মেডিকেল কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপালসহ অন্যান্য সিনিয়র অধ্যাপকবৃন্দ

বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাঁচার প্রক্রিয়া শিখলাম

ডা. শাহী ফারজানা তাসমিন

আমরা বিভিন্নভাবে বাঁচি। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ও সুন্দরভাবে বাঁচার প্রক্রিয়া শিখলাম এ কোর্সে। সত্যিই কোয়ান্টাম মেথড হলো সায়েন্স অব লিভিং।

এখন আমি রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি। পেশাগত দায়িত্বও আগের চেয়ে সুন্দরভাবে পালন করতে পারছি। নামাজে আমার মনোযোগ বেড়েছে।

[ডা. শাহী ফারজানা তাসমিন, সহযোগী অধ্যাপক, স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ]

এনার্জি লেভেল বেড়েছে

ডা. বিধু ভূষণ দাস

কোর্সে সৃষ্টিজীবনভাবে মেডিটেশন চর্চার প্রক্রিয়া শিখলাম। কোর্সের পরও আমি নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করছি। আমার এনার্জি লেভেল আগের চেয়ে বেড়েছে এবং রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি।

পেশাগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, অনেক রোগী আছেন যারা সবসময় টেনশন করেন। কোনো ওষুধই তাদের রোগ নিরাময়ে কাজ করে

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব অনুভব করেছি

ডা. এম এ মোস্তাকিম

আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস ছিল খুব ভোরে ব্যায়াম করা ও হাঁটা। হঠাৎ কোমরের ডিস্ক প্রোল্যাপ্স হলো। বেশ ব্যথা হতো। তারপর থেকে থেমে থেমে হাঁটতাম। এখন বিরতি ছাড়াই হাঁটছি, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। উপলব্ধি করেছি সুন্দর জীবনের মূলে রয়েছে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

[ডা. এম এ মোস্তাকিম, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, পেডিয়াট্রিকস বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ]

না। এ ধরনের রোগীদের কোর্সের টেকনিকগুলো অনুসরণের পরামর্শ দিচ্ছি। তারা আগের চেয়ে ভালো আছেন।

[ডা. বিধু ভূষণ দাস, অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ ও বিভাগীয় প্রধান, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল]

সুনির্দিষ্ট মনছবি সাফল্য আনে

ডা. পরিমল চন্দ্র সরকার

সুনির্দিষ্ট মনছবি নির্মাণই জীবনে সাফল্য আনে, তা পরিষ্কারভাবে বুঝলাম। পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে এই শিক্ষা গঠে দিতে হবে। আমরা যদি রোগ-ব্যাধির ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাই তাহলেই অনেক সুস্থ থাকতে পারব।

[ডা. পরিমল চন্দ্র সরকার, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ]

স্ট্রেস বোধ করছি না

ডা. ইসমত জাহান

মেডিটেশন করে আমার মাথাব্যথা দূর হয়েছে। জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছি। দীর্ঘসময় কাজ করেও স্ট্রেস বোধ করছি না। বিশ্বাস করি, এখন প্রশান্ত জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে পারব।

[ডা. ইসমত জাহান, মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল, গাইবান্ধা]

আনন্দ নিয়ে কাজ করছি

ডা. মো. হাবিবুর রহমান

আগে কর্মব্যস্ত দিনের শেষে ক্লান্তিবোধ করতাম। এখন আনন্দ নিয়ে কাজ করছি। পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টেও ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। কোর্সে এসে নতুন করে অনুভব করেছি, আমরা এক মহান জাতি।

[ডা. মো. হাবিবুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল]

নামাজে মনোযোগ বেড়েছে

ডা. আশী ইকবাল

কোর্সে এসে নামাজে মনোযোগ বেড়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালন, পড়াশোনা সহ অন্যান্য কাজেও এখন আমি আগের চেয়ে বেশি মনোযোগী। মনকে প্রশান্ত করতে পেরেছি। কোয়ান্টামে শেখা ইতিবাচক কথাগুলো এখন রোগীদেরকে বলছি।

[ডা. আশী ইকবাল, প্রভাষক, ফিজিওলজি বিভাগ, রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ]

প্রশ্নোত্তর : আজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : চাকরির অবস্থায় প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠানের নিকট জমা থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নিকট থাকাকালীন অবস্থায় জমাকৃত টাকার যাকাত দিতে হবে কিনা।

উত্তর : যদি আমি আপনার জায়গায় থাকতাম তাহলে আমি দিতাম। কারণ আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন মহান দাতা এবং তিনি দাতাকে পছন্দ করেন। না দেয়ার অনেক কারণ এবং অজুহাত বের করা যেতে পারে। কারণ, নিয়মকানুন ও আইনের অনেক ফাঁকফোকর তো আছেই। কিন্তু যেহেতু বিষয়টা হচ্ছে আল্লাহর সাথে সরাসরি, তাই আইনের ফাঁকফোকর বের করার কোনো দরকার নেই। সত্যি কথাটা হলো, আপনি যত হিসাব করে যাকাত দেবেন, আপনার সম্পদে বরকত হবে এবং আপনার সম্পদ তত বাড়তেই থাকবে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন সবাইকে ক্ষমা করে দিতে। ক্ষমা করে দেই কিন্তু মনের মধ্যে কষ্ট থেকেই যায়। অনেকের বিভিন্ন কাজে সেই কষ্ট আবার নতুন মাত্রা পায়। আমি আমার এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চাই।

উত্তর : খুব সহজ। যতবার যন্ত্রণা পাবেন ততবার ক্ষমা করবেন। এটা আপনার নিজের কল্যাণের জন্যে, তার নয়। নবীজী (স)-র হাদীস হলো, দাসকে প্রহার কোরো না, ক্ষমা করে দেবে। একবার এক সাহাবী জানতে চাইলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! দাসদের অর্থাৎ অধীনস্থদের কতবার ক্ষমা করব? রসুলুল্লাহ (স) বললেন, দিনে ৭০ বার।

অতএব, যারাই কষ্ট দেয় কী করবেন? দিনে অন্তত ৭০ বার ক্ষমা করবেন। আপনার মঙ্গলের জন্যে। কারণ সৃষ্টা ক্ষমাশীলকে পছন্দ করেন। আপনি যত ক্ষমা করবেন তত আল্লাহর রহমত আপনার ওপর বর্ষিত হতে থাকবে। তত আপনি ভালো থাকবেন। আসলে আপনি যখন দান করেন, আপনি মূলত নিজের কল্যাণ করেন। সেরকম ক্ষমা করে আপনি আসলে নিজেরই কল্যাণ করছেন।

প্রশ্ন : আমার কোনো কিছুই শান্তি লাগে না। একদিন ভালো থাকি, মনে হয় যেন স্বর্গে আছি। ঠিক অন্যদিন খারাপ থাকি। আমি কি আল্লাহর হয়ে গেলে ভালো থাকব? কীভাবে সেটা সম্ভব?

উত্তর : আপনি যত সহজে আল্লাহর হয়ে গেলাম বলছেন, বিষয়টা অত সহজ নয়। আর আমরা তো আল্লাহর আছি। আল্লাহর এখতিয়ারের বাইরে তো আমরা কেউ নেই। আল্লাহর হয়ে যাওয়া মানোটা কী? আল্লাহ যা পছন্দ করেন সেই কাজগুলো করা, আল্লাহ যা অপছন্দ করেন সেই কাজগুলো করা থেকে বিরত থাকা। এই দুটো কাজ খুব সহজ। এই দুটো কাজ করলে আপনার জীবনে কোনো অশান্তি থাকবে না। থাকতেই পারে না। এবং এটা একদিনে হবে না। গুরু করতে হবে ছোট ছোট কাজ দিয়ে। আপনি অবশ্যই ভালো থাকবেন।

প্রতিরাতে ঘুমানোর আগে আত্মপর্যালোচনা করতে থাকুন যে, আজ আল্লাহর পছন্দনীয় কী কী কাজ করলাম আর অপছন্দনীয় কী কী কাজ থেকে বিরত থাকতে পারলাম। এটা নিয়মিত করতে পারলে আপনি যে অর্থে বলেছেন ‘আল্লাহর হয়ে গেলে ভালো থাকব’ সে-পথে সুন্দরভাবে এগিয়ে যাবেন।

প্রশ্ন : গুরুজী, এবার বিজ্ঞান বিষয়ের সকল প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে কিন্তু ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার না করার কারণে আমি কোনোটিই পাচ্ছি না। ফলে আমার চেয়ে অন্যদের পরীক্ষা অনেক ভালো হচ্ছে। গত পরীক্ষাগুলো আশানুরূপ হয় নি। ফলে একটু ভেঙে পড়ছি। ভালো রেজাল্টের জন্যে মনে জোর পাচ্ছি না। না পারার ভয়টা আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এমনকি মেডিকেল কলেজে চাপ পাওয়ার স্বপ্নটাও কেমন যেন স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। ঘুমের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। মনে হয় যেন ঘুমালে অন্তত অল্প সময়ের জন্যে হতাশা থেকে দূরে থাকা যাবে। মনে হচ্ছে, সারাবছর পড়েও তো ভালো করতে পারলাম না তাহলে আর কী হবে। গুরুজী, আমার জন্যে দোয়া করুন, মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে যেন আমার ও আমার পরিবারের স্বপ্নপূরণ হয়।

উত্তর : এই সমস্যাটা কিন্তু আজ একজন-দুজনের নয়। মোটামুটি সবারই সমস্যা। প্রথমত আল্লাহর কাছে কামনা করছি, প্রশ্ন যারা ফাঁস করে আল্লাহ যেন তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেন। কারণ এর চেয়ে বড় জুলুম শিক্ষার্থীদের ওপর আর কিছু হতে পারে না। এরা আসলে পুরো শিক্ষার মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে দিচ্ছে। আমরা এই বয়সে এসে যে জিনিসটা বুঝতে পারি, একজন তরুণ/ তরুণী সেটা বুঝতে পারে না। আসলে ফাঁস করা প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়ে গোল্ডেন জিপিএ পেয়ে কোনো লাভ নেই, ভালো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি হওয়া যায় না।

আসলে রেজাল্ট কী হলো, গোল্ডেন জিপিএ পেলেন কী পেলেন না এটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো গোল্ডেন জিপিএ পাওয়ার জন্যে যে শিক্ষা প্রয়োজন, যে প্রস্তুতি প্রয়োজন সে প্রস্তুতি ও যোগ্যতা আপনার আছে কিনা। অতএব যারা ফাঁস করা প্রশ্ন দিয়ে ভালো পরীক্ষা দিচ্ছে আর গোল্ডেন জিপিএ পাচ্ছে, তাদের দিকে তাকাবেন না।

দ্বিতীয়ত, ফাঁস করা প্রশ্ন পাওয়া ছাড়াও তো গোল্ডেন জিপিএ পাওয়া যায়। আমি যদি সারা বছর রুটিন করে ভালোমতো পড়াশুনা করি এবং যথাযথ প্রস্তুতি নিই, তাহলেও তো আমি গোল্ডেন জিপিএ পেতে পারি। অতএব আমাকে সেই প্রস্তুতিটা নিতে হবে। অর্থাৎ ব্যতিক্রম হবেন সবসময়। শ্রোতে যারাই গা ভাসাবেন তারা ভেসে যাবেন। কোনো অস্তিত্বই থাকবে না তাদের। যারা শ্রোতের বিপরীতে থাকতে পারেন তারাই অমরত্ব লাভ করেন।

রসুলুল্লাহ (স)-এর সময়টা কেমন ছিল? তিনি যদি শ্রোতে ভেসে যেতেন, তখনকার সংস্কারে ভেসে যেতেন, তাহলে আজকে কি তিনি প্রাচ্যগম্য হয়ে থাকতেন? তিনি শ্রোতাকে পরিবর্তন করতে পেরেছিলেন বলেই, শ্রোতের বিপরীতে ছিলেন বলেই, সত্যের পক্ষে ছিলেন বলেই তিনি আজ প্রাচ্যগম্য হয়ে।

অতএব সবসময় মনে রাখবেন, শ্রোতের সাথে তাল মিলিয়ে যারা নকল করে পাশ করছেন, ফাঁস করা প্রশ্নপত্র দেখে পাশ করছেন তারা জীবনে কখনোই প্রথম হতে পারবেন না, কোনোদিন না। কারণ জীবনে প্রথম হওয়ার জন্যে জ্ঞানের প্রয়োজন। জীবনে প্রথম হওয়ার জন্যে যোগ্যতার প্রয়োজন। যে কারণে বিদেশে আমাদের দেশের ডিগ্রির কোনো দাম নেই। যখন এখান থেকে বিদেশে পড়াশোনা করতে

যেতে চান তখন আপনাকে টোফেল দিতে হচ্ছে, জিআরই দিতে হচ্ছে, নানান কিছু। এসব না দিয়ে আপনি বিদেশের কোনো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারছেন না।

অতএব মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে হবে। হতাশার কোনো সুযোগ নেই। আপনিও গোল্ডেন জিপিএ পেতে পারেন, যদি আপনি পড়াশোনা করেন। আপনাকে পড়ে প্রথম হতে হবে। তাহলে জীবনযুদ্ধে আপনি এগিয়ে যাবেন। কারণ যারা নকল করে পরীক্ষা দেয় বা ফাঁস করা প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দেয়, জীবনে প্রথম হওয়ার যে প্রস্তুতি দরকার এই প্রস্তুতিটা তাদের হয় না।

প্রশ্ন : আপনি আমাদের বলেন প্রশান্ত থাকতে। কিন্তু পরিবারের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনতে শুনতে আর শান্ত থাকতে পারি না। অসুস্থ হয়ে যাই। কী করলে এর থেকে মুক্তি পাব?

উত্তর : নিয়মিত শিথিলায়ন করবেন। যত নিয়মিত মেডিটেশন করবেন তত আপনার ভেতরে প্রশান্তি আসবে এবং চারপাশের কোনো নেতিবাচকতা সমস্যা, অশান্তি আপনাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। আপনার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। কারণ, সেটা আর আপনার ভেতর পর্যন্ত যাবে না। বরং সমস্যার সমাধান এবং তাকে কীভাবে নতুন সম্ভাবনায় রূপান্তর করা যাবে, সেই আইডিয়া আপনার মধ্যে আসবে। এর পাশাপাশি সবসময় অটোসাজেশন দেবেন-সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন। আপনি প্রশান্ত থাকতে পারবেন।

প্রশ্ন : আমি খুব উৎসাহ নিয়ে শুরু করি। কিন্তু একটা সময় আত্মহারা হয়ে ফেলি, যার ফলে কোনো কাজ শেষ করতে পারি না।

উত্তর : আসলে অধিকাংশ মানুষের মূল সমস্যাটা এখানেই। আমরা খুব উৎসাহ নিয়ে শুরু করি, কিছুদিন পর হাল ছেড়ে দেই। লেগে থাকতে পারি না। কিন্তু লক্ষ্যে পৌছতে হলে, কোনো কাজে সফল হতে হলে লেগে থাকতে হবে। লেগে থাকাটা আপনার জন্যে তখনই সহজ হবে যখন আপনি সঙ্গে একাত্ম হবেন। তাই ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রামগুলোতে নিয়মিত হোন। নিয়মিত সাদাকায়নে অংশ নিন। সুযোগ থাকলে আলোকায়নে অংশ নিন।

যদি কোনো কারণে আপনার মধ্যে নেতিবাচকতা আসতে চায়, উৎসাহে ভাটা পড়ে অন্যরা তখন আপনাকে উৎসাহ দেবে। সাহস যোগাবে। সৎসংস্কার গুরুত্বটা তো এখানেই। সৎসংস্কার মানুষকে লেগে থাকতে সাহায্য করে। পরিশ্রমী হতে সাহায্য করে। এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। কেউ পেছনে পড়ে আছে, হতাশায় ডুবে আছে, এটা সৎসংস্কার কেউ কখনো দেখতে চায় না। সৎসংস্কার সবসময়ই একজনকে সামনে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করে।

এ মাসের অটোসাজেশন

সৃষ্টির প্রতিনিধি হিসেবে
সৃষ্টিকে প্রতিপালনের
কিছু কাজ আজ আমি করব।

২য় আরচারি ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ-২০১৫

কোয়ান্টাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক জয়



২য় আরচারি ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যাঘো ডিভিশনে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের দুই কোয়ান্টা ভানরুম বম ও কামরুল ইসলাম যথাক্রমে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক জয় করেছে। এছাড়া দলীয় ক্যাটাগরিতে রৌপ্য পদক অর্জন করে কোয়ান্টাম স্পোর্টিয়ামের কোয়ান্টারা। ১২-১৪ জুন টঙ্গী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার ব্যাঘো ডিভিশনে কোয়ান্টাম স্পোর্টিয়ামের তিন জন কোয়ান্টা অংশ নেয়।

কোয়ান্টা ভানরুম বম ও কামরুল ইসলাম কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনালে বাংলাদেশ

সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ আনসারের অভিজ্ঞ আরচারদের পরাজিত করে ফাইনালে উন্নীত হয়। ফাইনালে ভানরুম কামরুলকে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো স্বর্ণপদক লাভ করে। দলীয় ক্যাটাগরিতে কোয়ান্টারা ফাইনালে বাংলাদেশ আনসারের কাছে ২-৪ সেটে পরাজিত হয়ে রৌপ্য পদক অর্জন করে।

বাংলাদেশ আরচারি ফেডারেশনের ক্লাব পর্যায়ের ২য় এ আসরে ১২ জুন অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতার র‍্যাংকিং রাউন্ড। কোয়ান্টা ভানরুম বম ৪র্থ, কামরুল ইসলাম ১০ম ও আরিফুল ইসলাম ১১ তম স্থান অর্জন করে।

১৪ তারিখ ফাইনাল খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি ক্রীড়া উপমন্ত্রী আরিফ খান জয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আরচারি ফেডারেশনের সভাপতি লে. জে. মইনুল ইসলাম সি.জি.এস। সাথে ছিলেন আরচারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ চপল।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ



২৩ জুন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সেলের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও এর চারপাশ সবুজে ভরিয়ে দিয়ে কোয়ান্টাররা ১০০টি নিমগাছ রোপণ করার উদ্যোগ নেয়। এর প্রথমধাপে ৪৬টি নিমগাছ ও ১০টি ফুলগাছ রোপণ করা হয় ক্যাম্পাসের গোলচত্বর, মেডিকেল সেন্টারের পাশে ও ছাত্রীহলের সামনে।

এ কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা ছাড়াও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. কবির হোসেন। প্রথম রমজানে বৃক্ষরোপণের মতো পুণ্যময় কাজে শরিক হতে পেরে উচ্ছ্বসিত ছিলেন শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় সেলের ৩৬ জন কোয়ান্টার।

চট্টগ্রামে ব্রেইল পদ্ধতিতে আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী



২৪ জুন চট্টগ্রামের ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনের আখেরি দোয়া ও বার্ষিক ইফতার মাহফিল। এতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পড়ার উপযুক্ত ব্রেইল পদ্ধতির বাংলা মর্মবাণী আমপারা ও সপ্তসূরা প্রথমবারের মতো উদ্বোধন করা হয়। একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী গ্রাজুয়েট ব্রেইল পদ্ধতিতে সূরা ফাতেহা পাঠ করে শোনান। বাংলাদেশে ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রথম আল কোরআন বাংলা মর্মবাণীর প্রকাশক অধ্যাপক সামাদকে অভিনন্দন জানানো হয়।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারের অর্গানাইজার কো-অর্ডিনেশন এস. এম. সাজ্জাদ হোসেনের সঞ্চালনায় এ অনুষ্ঠানে রমজানের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় আর্ডেন্টার মওলানা ছায়ীদুল হক। এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন সাত শতাধিক গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার ও এসোসিয়েট।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সেমিনার

১১ জুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষার্থী সেমিনার। দুই ঘণ্টাব্যাপী এ সেমিনারে শিক্ষার্থী জীবনে মেডিটেশনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটির উপদেষ্টা ও নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোশরেকা আদিতি হক। ক্যারিয়ার নির্মাণে মনোবি ও অটোসাজেশন প্রসঙ্গে আলোচনা করেন অর্গানাইজার কামরুল হাসান সবুজ। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারের অর্গানাইজার কো-অর্ডিনেশন এস. এম. সাজ্জাদ হোসেন। এতে ৬০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার্থী সেমিনার

১০ জুন ঢাকার ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত হয় একটি শিক্ষার্থী সেমিনার। ক্লাসে ১ম ও জীবনে ১ম হওয়ার জন্যে মেডিটেশনের ভূমিকা এবং শিক্ষার্থী জীবনে সাফল্যের সহজ সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করেন অর্গানাইজার ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল। কোয়ান্টাম আইসিটি কার্যক্রমের আয়োজনে এই সেমিনারে অংশ নেন ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির ২৫ জন শিক্ষার্থী।

কর্মসূচি জুলাই-আগস্ট ২০১৫

জীবনে সফল হওয়ার পথ প্রথমায়ন
৩১ জুলাই ও ১ আগস্ট। উত্তরা
হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম
৩১ জুলাই ও ১ আগস্ট। বনশ্রী
কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী কার্যক্রম
৩১ জুলাই ও ১ আগস্ট। বনশ্রী
প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম : স্টেপ-১
৭ ও ৮ আগস্ট। কাকরাইল
কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রম
৭ ও ৮ আগস্ট। বনশ্রী (পুরুষ)
৭ ও ৮ আগস্ট। প্রশান্তি হল (মহিলা)

আবশ্যিক

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জন্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা/আবাসিক শিক্ষক (ন্যূনতম অনার্স পাশ), বিজ্ঞান বিভাগের জন্যে (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত) শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যিক। বিএড ও নিবন্ধনকৃত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। শিশুকানন ও শিশুসদনের শিক্ষার্থীদের দেখাশোনার জন্যে ব্রাদার, সিস্টার (ন্যূনতম এসএসসি পাশ) ও সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যিক। এছাড়াও কোয়ান্টাম-এর জন্যে কিছু সংখ্যক মালি, মাঠকর্মী প্রয়োজন। আত্মহীরা যোগাযোগ করুন:

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩

মধুমাস কোয়ান্টাদের আনন্দের মাস কোয়ান্টামে ফল উৎসব

১৭ ও ১৮ জুন প্রথমবারের মতো কোয়ান্টামে উদযাপন করা হলো ফল উৎসব। এতে ছিল দেশীয় বাহারি ফলের প্রদর্শনী এবং ফলের স্বাদ নেয়ারও চমৎকার সুযোগ। মৌসুমি ফলের আকর্ষণীয় প্রদর্শনীতে ছিল মোট ২৯ ধরনের ফল-আম কাঁঠাল জাম কলা লেবু কমলা মাল্টা জাম্বুবা সফেদা আনারস পানিয়াল লটকন গোলাপজাম আমলকি শরিফা চালতা পেয়ারা করমচা কামরাঙা ডেউয়া কাউফল জামরুল কাঠবাদাম কাজুবাদাম পেঁপে নারিকেল ও প্যাশন ফল, দেশি গাব, দেশি খেজুর। এ উৎসবে

অংশ নেন পহেলা রমজান উপলক্ষে লামায় আগত ২৫ শতাধিক অংশগ্রহণকারী।

প্লেটভর্তি নানা ধরনের ফল খাওয়ার সুযোগের পাশাপাশি ছিল সুশীতল শরবত। গ্রীষ্মের তাপদাহে তোকমা-লেবুর শরবত



মধুমাসে ফল হাতে উচ্ছসিত ক্ষুদে কোয়ান্টারা



কোয়ান্টাদের জন্যে সরবরাহ করা হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আম কাঁঠাল কলা ও আনারস

আর উলটকম্বলের শরবত নিয়ে আসে স্বস্তি।

এর পাশাপাশি মধুমাস জুড়েই উৎসবমুখর ছিল কোয়ান্টামম। আর এ উৎসবে আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিল কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী কোয়ান্টারা। এ বছর কোয়ান্টাদের জন্যে সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আম কাঁঠাল কলা ও আনারস। দেশীয় রসাল ফলের সুবাস আর কোয়ান্টাদের উচ্ছ্বাস মিলে পূর্ণতা পায় এবারের ফল উৎসব।



কোয়ান্টাম ফল উৎসবে ২৯ ধরনের ফলের প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন অংশগ্রহণকারীরা

১১২ ও ১১৩ তম শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান এ সেবা আরো বিকশিত হোক



কাজী শামসুর রহমান

১৩ মে ও ২৪ মে অনুষ্ঠিত হলো শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানের ১১২ ও ১১৩ তম আয়োজন। ন্যূনতম তিন বার রক্তদান করেছেন এমন দুই শতাধিক আজীবন রক্তদাতাকে এ দুটি অনুষ্ঠানে সম্মাননা জানানো হয়।

১১২ তম আয়োজনের প্রধান অতিথি ছিলেন বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড



প্রফেসর ড. মো. আখতারুজ্জামান

টেকনোলজি-র অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচার এন্ড টেকনোলজি বিভাগের প্রধান কাজী শামসুর রহমান। তিনি বলেন, 'স্বৈচ্ছা রক্তদাতারা যেভাবে মানুষের সেবায় কাজ করছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এই অতুলনীয় উদ্যোগের জন্যে কোয়ান্টাম স্বৈচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং বিশ্বাস করি, তাদের কার্যক্রম আরো বিকশিত হবে।'

এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান।

১১৩ তম আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মো. আখতারুজ্জামান। রক্তদাতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'মানবসেবার মতো বড় কোনো কাজ মানুষের জীবনে নেই। রক্তদাতারা নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থভাবে দান করে যাচ্ছেন। কোয়ান্টাম স্বৈচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সাথে আমাদের তরুণরা মানবসেবার যে কাজটি করছে তা আমাদের অভিভূত করেছে।

রক্তদান করলে রক্তদাতার কোনো ক্ষতি হয় না- এই বিষয়টি সবাইকে জানাতে হবে। তাহলেই বিস্কন্ধ রক্তের এ সেবাকে আরো বেশি ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব। কোয়ান্টামে এসে যে সময়ানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলাবোধ দেখলাম তা মনে রাখার মতো। কোনো দেশি-বিদেশি অনুদান ছাড়াই নিজেদের অর্থায়নে কল্যাণকর কাজগুলো কোয়ান্টাম পরিচালনা করেছে। এর চেয়ে মহৎ উদ্যোগ আর কী হতে পারে!' এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মাদাম নাহার আল বোখারী।

প্রত্যেক রক্তদাতাকে একটি সার্টিফিকেট, আইডি কার্ড ও বিশেষ ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানের এ দুটি আয়োজনে রক্তদাতারা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : জুলাই ২০১৫ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১১১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **গুডেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 8319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd